□أيها الولد

□للغزالى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সকল প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আলাহ্ তায়ালার জন্য, উত্তম প্রতিদান কেবলমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। আর দরূদ ও সালাম আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজনের ওপর।

প্রিয়পাঠক! জেনে রাখুন, শায়েখ ইমাম জয়নুদ্দীন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজালী (র.)-এর খেদমতে তাঁর অগ্রবর্তী ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন ছাত্র সার্বক্ষণিক লেগে থাকত। ইলম অর্জন এবং তাঁর সামনে ইলম পাঠে লিপ্ত থাকত। এভাবে সে ছাত্রটি ইলমের সকল সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহ আয়ত্ব করেছে এবং স্বীয় আত্মা মর্যাদায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অতঃপর সে একদিন তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল এবং তার মনে যা উদয় হলো তা নিয়েও ভাবতে লাগল এবং নিজে নিজে বলতে থাকল-

"আমি অনেক প্রকারের জ্ঞান অর্জন করেছি বটে। আমার জীবনের মূল্যবান ও সেরা অংশ ইলম শিক্ষা গ্রহণ করতে ও উহা একত্রিত করতে ব্যয় করেছি। কিন্তু ইলমের কোন কোন প্রকার আমাকে ভবিষ্যতে উপকৃত করতে পারবে এবং কবরে আমাকে আনন্দ দিতে পারবে তা এখন আমার জানা উচিত। পক্ষান্তরে ইলমের যে প্রকার আমাকে উপকৃত করতে পারবে না তা বর্জন করাও উচিৎ। কেননা রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যে ইলম কোন উপকার করে না এমন ইলম থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।[১]

তার এ চিন্তা ভাবনা চলতে ছিল; এরই মাঝে সে শায়েখ হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ গাজালী (র.)-এর নিকট কিছু জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখল। এতে সে তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁর কাছে উপদেশ ও দোয়া আবেদন করল।

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং

সে বলল : শায়েখের 'ইয়াহইয়াউ উলুমেদ্দীন'সহ অন্যান্য রচনাবলি যদিও আমার প্রশ্নসমূহের উত্তর ধারণ করেছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শায়েখ আমার সমস্যা সম্বলিত বিষয় এমন কিছু লিখবেন, যা আমার জীবনের সময়সীমা পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে এবং উহাতে যা যা আছে সে অনুযায়ী আমি আমার জীবদ্দশায়ের শেষসীমা পর্যন্ত আমল করে যাব ইনশাআলাহ।

অতঃপর শায়েখ উহার জওয়াব সম্বলিত এ পুস্তিকাটি লিপিবদ্ধ করে তাঁর সেই ছাত্রটি কাছে পাঠিয়ে দেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

হে প্রিয় বৎস!

জেনে রাখ! আল্লাহর আনুগত্য করবে; এ কারণে যে, তিনি তোমার স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করেছেন এবং তোমাকে তাঁর বন্ধুদের পথে পরিচালিত করেছেন। নিশ্চয়ই নসীহতের নির্দেশনামা লিপিবদ্ধ করা হবে রিসালতের খনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর থেকে। যদি এর থেকে কোনো একটি নসিহত তোমার কাছে পৌঁছে যায়, তবে আমার নসীহত তোমার কোন প্রয়োজনে? আর যদি উহা থেকে কোন নসীহত তোমার কাছে না পৌঁছে, তবে তুমি আমাকে বল, তুমি অতীত বছরগুলোতে কী অর্জন করেছ?

হে প্রিয় বৎস!

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে যেসব নসীহত করে গেছেন তার মোদ্দাকথা তাঁর এ উক্তির মধ্যে নিহিত আছে।

"মহান আল্লাহ কর্তৃক কোন বান্দাকে উপেক্ষা করার আলামত হচ্ছে ঐ বান্দার অনার্থক কাজে লেগে থাকা। মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে তার জীবনের মুহূর্তকাল চলে যাওয়া তার দীর্ঘ পরিতাপের উপযুক্ত কারণ পরিণত হবে। আর যার জীবনের চল্লিশ বছর অতিক্রম করে অথচ তার জীবনের ভাল বিষয় মন্দ বিষয়কে পরাভূত করতে পারে নাই, সে যেন জাহান্নামের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে।"

এ উপদেশটিই বিদ্যান ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট।

হে প্রিয় বৎস!

নসীহত দেয়া সহজ কাজ। কিন্তু উহা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা কঠিন। কেননা নসীহত কুপ্রবৃত্তি অনুসারীদের রুচিতে তিক্ত স্বাদ সদৃশ। যেহেতু নিষিদ্ধ বিষয়গুলো তাদের অন্তরে প্রিয়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি প্রচলিত পার্থিব জ্ঞানার্জনে পড়াশুনা করে যে ব্যক্তি আত্মসম্মান ও জাগতিক কৃতিত্বসমূহে লিপ্ত থাকে। অবশ্যই সে ধারণা করে শুধুমাত্র (ইলম) জ্ঞানই তার জন্য সর্বক্ষেত্রে মুক্তি ও পরিত্রাণের রক্ষাকবজ। যার কারণে সে আমলের ধার ধারে না; আমল থেকে বিমুখ থাকে। আর এটা দার্শনিকদের আকিদা।

মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি !! সে এ নিয়তি জানে না যে, সে যখন ইলম অর্জন করলো অথচ তদানুযায়ী আমল করলো না; পরিণামে তা তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হয়ে দাড়াবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْفَعُهُ الله بِعِلْمِهِ.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হবে ঐ আলেম ব্যক্তির যার ইলম দ্বারা আল্লাহ তাকে কোন উপকার করেনি।[২]

বর্ণিত আছে, হযরত জুনায়েদ (র.)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাঁকে দেখা গেলে তাঁকে বলা হলো, হে আবুল কাসেম! আপনার খবর কী? তিনি বললেন, স্বপ্নের ঐ ব্যাখ্যা হারিয়ে গেছে, ঐ সংকেত বিলুপ্ত হয়েছে। গভীর রাতে যে নামাজ আদায় করেছি তা ছাড়া অন্য কিছুতেই আমার উপকার করতে পারেনি।

হে প্রিয় বৎস!

আমলের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে যেও না, কোন অবস্থায় খালি থেকো না, ইয়াকীন রাখ শুধু বিমূর্ত জ্ঞান বিপদ মুহূর্তে হাত বাড়াবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন লোক কোন এক জনমানবহীন প্রান্তে অবস্থান করে; আর তার কাছে দশটি ভারতীয় তলোয়ার ও আরো কিছু যুদ্ধাস্ত্র থাকে এবং সে যদি একজন বীর পুরুষ ও যুদ্ধে পারদর্শী হয়। অতঃপর একটি প্রকান্ড ভয়ঙ্কর সিংহ তাকে আক্রমণ করে, তবে তোমার ধারণা কী? ব্যবহার ব্যতিরেকে বা আঘাত না করে শুধুমাত্র অস্ত্র সিংহের আক্রমণ হতে প্রতিহত করবে?

জানা কথা যে, অস্ত্র সঞ্চালন ও আঘাত হানা ব্যতীত অস্ত্রে আক্রমণ প্রতিহত করবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন লোক একশত হাজার ইলমী মাসআলা পড়ে এবং উহা অধ্যয়ন করে অথচ উহার ওপর আমল না করে; তবে আমল ব্যতীত তাকে কোন উপকার দিবে না।

আরো একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন লোকের জ্বর কিংবা পিত্তসংক্রান্ত রোগ অর্থাৎ কিডনী ব্যাধি হয়, তবে সে রোগের চিকিৎসা

---

[২]

করতে হয় আদা ও যবের শরবত দ্বারা। কিন্তু এ ঔষধ দুটোর প্রয়োগ ব্যতীত রোগের আরোগ্য অর্জিত হবে না। ফার্সী কবি বলেন-

کرمی دو هزار بار بییمای ** تامی نخوري نباشدت شیدایي

অর্থাৎ, যদি তুমি দু'হাজার পাউন্ড মদ ক্রয় কর আর উহা হতে মোটেও পান না কর; তবে কখনো তুমি নেশা অনুভব করবে না।

হে প্রিয় বৎস!

তুমি যদি একশত বছর ইলম অধ্যয়ন কর এবং এক হাজার খানা কিতাব একত্রিত কর। তবুও তুমি আমল ব্যতীত আল্লাহর রহমতের যোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী-

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

অর্থাৎ, আর মানুষ তাই পায় যা সে করে।[৩]

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে।[৪]

جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।[৫]

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا.

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, উহা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না।[৬]

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

অর্থাৎ, কিন্তু তারা নহে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।[৭]

[৩] সূরা আন নাজম; আয়াত ৩৯
[৪] সূরা আল কাহাফ; আয়াত ১১০
[৫] সূরা আত তাওবা; আয়াত ৮২
[৬] সূরা আল কাহাফ; আয়াত ১০৭-১০৮
[৭] সূরা আল ফুরকান; আয়াত ৭০

এ হাদীসটির ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কী? রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থাৎ, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা- ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আলাহর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. রমযানের রোজা পালন করা ও ৫. যার পক্ষে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব তার হজ্জ পালন করা।[৮]

ঈমান হচ্ছে, মৌখিক স্বীকারোক্তি, অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস ও রোকনসমূহের উপর আমল করা।

আমলের দলীল অগণিত। যদিও বান্দা আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু তা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে উপযুক্ত হওয়ার পর। কেননা অবশ্যই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। যদিও বলা হয়, বান্দা কেবলমাত্র ঈমানের মাধ্যমেও জান্নাতে পৌঁছতে পারবে। তবে আমরা বলব, হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তা কখন পৌঁছবে? পৌঁছা পর্যন্ত কত শাস্তি অতিক্রম করতে হবে? ঐ শাস্তিসমূহের প্রথম হচ্ছে, ঈমানের শাস্তি। যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তাকে কি নিরাপত্তা দেয়া হবে না দেয়া হবে না? যখন সে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে, তখন সে বিশ্বাসঘাতক রিক্তহস্ত হবে কি?

বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী (র.) বলেন, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার রহমতের উসিলায় জান্নাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের আমল অনুযায়ী উহার নেয়ামত ভাগাভাগি করে নাও।

হে প্রিয় বৎস!

যখন পর্যন্ত তুমি আমল করবে না তখন পর্যন্ত তুমি বিনিময় প্রাপ্ত হবে না। বর্ণিত আছে, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সত্তর বছর পর্যন্ত মহান আলাহর ইবাদত করল। সুতরাং মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলেন

[৮]

ফেরেশতাদের সামনে তার একটা চমক দেখাতে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর সে বান্দার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা যেন তার কাছে গিয়ে বলে, তুমি যে ইবাদত করেছ; তার দ্বারা তুমি জান্নাতের উপযুক্ত হতে পারবে না। অতঃপর ফেরেশতা যখন তার কাছে পৌঁছে এ সংবাদ দিলো তখন আল্লাহর এ আবেদ বান্দা বলল, আমরা তো আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। সুতরাং আমাদের উচিত হবে তাঁর ইবাদত করে যাওয়া। (জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হওয়া না হওয়া মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।) যখন ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন, বললেন, হে আমার ইলাহ! আপনার বান্দা যা বলেছে তা আপনি জানেন। মহান আলাহ তায়ালা বললেন, আমার কাছে যখন সে ইবাদত পেশ করল না, তখন আমি আমার দয়া ও রহমতে তাকে উপেক্ষা করব না। হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষ্য থেকো। আমি তাকে এ মুহূর্তে ক্ষমা করে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَعْمَالِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا

অর্থাৎ, হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব নিকাশ নিজেরা চূড়ান্ত করে রাখো, আমল যাচাই-বাছাই করার পূর্বে নিজেদের আমল নিজেরা যাচাই বাছাই করে রাখ।

হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ধারনা করে; সাধনা ব্যতীত কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে সে একজন কামনাকারী। আর যে চিন্তা করে; সাধনা ব্যয় করেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে সে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বিনা আমলে জান্নাত চাওয়া একটি অন্যতম গুনাহের কাজ। তিনি আরো বলেন, হাকীকাতের আলামত হলো আমলের মন্তব্য বর্জন করা, আমল বর্জন নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلْكَيِّسُ منْ دَانَ نَفْسهُ، وَعمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِى

অর্থাৎ, বিচক্ষণ সে ব্যক্তি যে নিজেকে অভিযুক্ত করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ সে যে নিজের

কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে আর আল্লাহ তায়ালার কাছে নিরাপত্তা আকাঙ্ক্ষা করে।

হে প্রিয় বৎস!

কত রাত তুমি জাগ্রত থেকেছ ইলম চর্চার জন্য এবং কিতাব অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। আর তোমার নিজের জন্য ঘুম হারাম করেছ। আমার জানা নেই উহাতে কী উদ্দেশ্য ছিল?

যদি তোমার নিয়ত থাকে দুনিয়ার সামগ্রী অর্জন, দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুর আকর্ষণ, উহার পদমর্যাদা লাভ এবং সাথীদের ও সমকক্ষদের সাথে প্রতিযোগিতা, তবে তোমার জন্য শতাধিক আফসোস, তোমার সর্বনাশ। আর যদি উহাতে তোমার উদ্দেশ্য থাকে নবী (স.)-এর রেখে যাওয়া শরীয়ত উজ্জীবিত করা, তোমার চরিত্র মার্জিত করা এবং নফসে আম্মারার অনিষ্টতা চূর্ণবিচূর্ণ করা, তবে তোমার জন্য সুসংবাদ, তোমার জন্য আশীর্বাদ। কবি অবশ্যই সত্য বলেছেন–

سهر العيون لغير وجهك ضائع * وبكاؤهن لغير فقدك باطل

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) তোমার সন্তুষ্টি ব্যতীত চোখের রাত্রি জাগরণ বিনষ্টকারী এবং তোমাকে খোঁজা ব্যতীত চোখের ক্রন্দন অকার্যকর ও বৃথা।

হে প্রিয় বৎস!

তুমি যেভাবে ইচ্ছা জীবন যাপন কর। মনে রেখ তুমি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। যাকে ইচ্ছা ভালবাস অবশ্যই তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। যা ইচ্ছা আমল কর অবশ্যই তোমাকে উহার প্রতিদান দেয়া হবে।

হে প্রিয় বৎস!

ইলমে কালাম তথা ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা জ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রশাসন, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, ছন্দশাস্ত্র, নাহু ও সরফ শাস্ত্র ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে জীবন বিনষ্ট করে তুমি কী হাসেল করতে পারবে। আমি ঈসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ ইনজিল কিতাবে দেখেছি; তিনি বলেছেন, মৃত্যু ব্যক্তিকে জানাযার খাটে রাখার মুহূর্ত হতে তাকে কবরে রাখার মধ্যবর্তী সময় মহান আলাহ তার আজমতের মাধ্যমে তাকে চল্লিশটি প্রশ্ন করে থাকেন। প্রথমতঃ আল্লাহ তাকে বলেন, হে আমার বান্দা! এত বছর যাবত তুমি তোমার দৈহিক

আকৃতির দৃশ্য সুন্দর করেছ কিন্তু মুহূর্তকালের জন্য আমার দর্শনস্থান নিষ্কলুষ ও নির্মল করোনি; অথচ তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, আমাকে ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে তুমি অনেক কিছু করেছ অথচ তুমি আমার কল্যাণের মাধ্যমে বেষ্টিত ছিলে কিন্তুতুমি তো বধির কিছুই শুনতে পাচ্ছ না ।

হে প্রিয় বৎস!

আমল ব্যতীত ইলম পাগলামি, আর ইলম ব্যতীত আমল হয় না। জেনে রাখ! নিশ্চয়ই ইলম আজ তোমাকে পাপ থেকে দূরে রাখবে না। ইহা তোমাকে আনুগত্যের উদ্বুদ্ধ করবে না। আর ভবিষ্যতে উহা কখনো তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে দূরে রাখবে না। যখন তুমি বর্তমানে আমল করো নাই এবং অতীত দিনগুলোতেও ফিরে যেতে পারবে না তখন ভবিষ্যতে কিয়ামত দিবসে তুমি বলবে : আমাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যেতে দিন, আমরা সৎকর্ম করি। তখন বলা হবে, হে আহমক! তুমি তো সেখান থেকেই এসেছ।

হে প্রিয় বৎস!

আত্মায় সংকল্প রাখ, মনে পরাজয়ের ভয় রাখ, শরীরে মৃত্যুর ভয় রাখ। কেননা তোমার মঞ্জিল হচ্ছে কবর। আর কবরবাসীগণ প্রতিটি মুহূর্তে তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে; কখন তুমি তাদের কাছে পৌঁছবে? সাবধান! সাবধান!! তুমি তাদের কাছে (বিনা) পাথেয় ছাড়া পৌঁছিও না।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেছেন– এ শরীরগুলো পাখির খাঁচা এবং চতুষ্পদ প্রাণীর আস্তাবল। মনে মনে চিন্তা কর! এ উভয়টির (পাখি-পশু) কোনটি তুমি? তুমি যদি উড়ন্ত পাখি হয়ে থাকো, তবে যথাসময়ে তুমি ঢাকের ঝংকার শুনতে পাবে- إِرْجِعِيْ إِلٰى رَبِّكِ

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও।[৯]

অতঃপর তুমি উর্ধ্বগামী হয়ে উড়তে উড়তে নক্ষত্ররাজির উচ্চতর আসনে সমাসীন হবে। যেমন বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স.)–

اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ.

[৯] সূরা আল ফজর; আয়াত ২৮

সা'দ বিন মুয়াজ (রা.)-এর মৃত্যুর কারণে রহমানের আরশ প্রকম্পিত হলো।[১০]

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যদি তুমি চতুষ্পদ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন–

أُوْلٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.

অর্থাৎ, ইহারা পশুর ন্যায় বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত।[১১]

সুতরাং ঘরের কোণ হতে জাহান্নামের গহ্বর পর্যন্ত তোমার স্থানান্তর তুমি নিরাপদ রাখতে পারবেনা।

বর্ণিত আছে বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী (র.)-এর কাছে ঠান্ডা পানির শরবত আনা হলো। যখন তিনি পানির পেয়ালা ধরলেন তখন তাকে অচেতনতা এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে তাঁর হাত থেকে পানির পেয়ালাটি পড়ে গেল। অতঃপর যখন তাঁর হুশ ফিরল, তাকে বলা, আপনার কী হয়েছে হে আবু সাঈদ! তিনি বললেন, আমার মনে পড়ে গেল জাহান্নামবাসীর সেই সময়ের কামনার কথা যখন তারা জান্নাতবাসীর কাছে প্রার্থনা করে বলবে–

أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ.

অর্থাৎ, আমাদের উপর পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকাস্বরূপ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও।[১২]

হে প্রিয় বৎস!

যদি শুধুমাত্র ইলমই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো, তবে তুমি আমলের প্রতি মুহতাজ (মুখাপেক্ষী) হতে না। অবশ্যই আল্লাহর আহ্বান-

هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟

অর্থাৎ, কোনো প্রার্থী আছে কী? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কী? কোনো তওবাকারী আছে কী?[১৩] বেকার ও ফায়দাহীন হয়ে যেত।

[১০]

[১১] সূরা আল আরাফ; আয়াত ১৭৯

[১২] সূরা আল আরাফ; আয়াত ৫০

[১৩]

বর্ণিত আছে একদল সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন "সে কতইনা ভাল মানুষ যদি সে রাতে নামাজ পড়তো।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের একজনকে বললেন, "হে অমুক! রাতে বেশি ঘুমিও না। কেননা রাতের অধিক ঘুম কিয়ামত দিবসে তার সাথীকে অভাবগ্রস্ত বলে আহ্বান করবে।

হে প্রিয় বৎস!

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ.

অর্থাৎ, আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবে।[১৪] এটা একটি নির্দেশ।

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

অর্থাৎ, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।[১৫] এটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ

অর্থাৎ, আর শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থীগণ।[১৬] এটা হচ্ছে জিকর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

ثَلَاثَةُ أَصْوَاتٍ يُحِبُّهَا اللهُ تَعَالٰى: صَوْتُ الدِّيْكِ، وَصَوْتُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ

অর্থাৎ, তিনটি আওয়াজ আল্লাহ পছন্দ করেন। তা হলো– ১. মোরগের আওয়াজ, ২. কুরআনের পাঠকের আওয়াজ এবং ৩. শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর আওয়াজ।

বিশিষ্ট তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ শেষরাতে এক ধরনের সুবাস সৃষ্টি করেন। যা যিকর-আযকার ও ইস্তেগফার বহন করে আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, যখন রাতের প্রথমাংশ হয় তখন আরশের নিচে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে; সাবধান! ইবাদাতকারীদের জাগ্রত হওয়া উচিৎ। সুতরাং তারা

[১৪] সূরা আল ইসরা; আয়াত ৭৯
[১৫] সূরা আয যারিয়াত; আয়াত ১৮
[১৬] সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৭

জাগ্রত হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছামাফিক নামায আদায় করে। অতঃপর রাতের মধ্যাংশে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে; সাবধান অনুগতদের জাগ্রত হওয়া উচিৎ। সুতরাং তারা জাগ্রত হয় এবং শেষরাত পর্যন্ত নামায আদায় করতে থাকে। অতঃপর যখন শেষরাত হয় তখন একজন আহবানকারী আহ্বান করতে থাকে; সাবধান ক্ষমাপ্রার্থীদের জাগ্রত হওয়া উচিৎ। সুতরাং তারা জাগ্রত হয় এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। যখন ফজর উদয় হয় তখন একজন আহবানকারী আহ্বান জানায়; গাফেলগণ যেন উঠে। তখন তারা কবর থেকে ছড়িয়ে পড়া মৃতব্যক্তিদের ন্যায় তাদের বিছানা থেকে উঠে আসে।

হে প্রিয় বৎস!

বর্ণিত আছে যে, লোকমান হেকিম তাঁর ছেলের জন্য অনেক অসিয়ত করেছিলেন। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ছেলে! অবশ্যই মোরগ তোমার চেয়ে জ্ঞানী নহে। উহা শেষরাতে আহ্বান জানাতে থাকে আর তুমি থাকো ঘুমে বিভোর। কবি কতইনা সুন্দরভাবে বলেছেন–

لقد هتفت في جنح الليل حمامة *** على فنن وهنا وإني لنائم

كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا *** لما سبقتني بالبكاء الحمائم

وأزعم أني هائم ذو صبابة *** لربي فلا أبكي وتبكي البهائم؟!

অর্থাৎ, রাতের অন্ধকারে গাছের সরু শাখে বসে কবুতর পাখি বাকবাকুম রবে (আল্লাহকে) ডাকে অথচ আমি তখন ঘুমন্ত থাকি। 'আমি আল্লাহ প্রেমিক' এ দাবীতে আমি মিথ্যা বলীছ। বায়তুল্লাহর কসম! আমি যদি প্রকৃত আল্লাহ প্রেমিক হতাম তবে আল্লাহর প্রেমে কাঁদার ব্যাপারে কবুতর পাখিরা আমার অগ্রবর্তী হতো না। আমার ধারণা মতে, আমি আমার রবের একজন ভবঘুরে, ব্যর্থ ও অনুরক্ত। আমি কাঁদি না অথচ নির্বোধ জানোয়ার কাঁদে।

হে প্রিয় বৎস!

ইলমের সারাংশ হচ্ছে, তোমার অবগত হওয়া যে, আনুগত্য ও ইবাদাত কী জিনিস?

তুমি জেনে রাখ! নিশ্চয় আনুগত্য ও ইবাদাত হচ্ছে কথা ও কর্মে অর্থাৎ তুমি যা বল, যা কর এবং যা বর্জন কর, তার মাধ্যমে আদেশ ও

নিষেধসমূহের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রবর্তকের অনুসরণ করা। আর তা হতে হবে শরীয়তের প্রতি ইকতেদার মাধ্যমে। যেমন তুমি যদি ঈদের দিনে এবং আইয়্যামে তাশরীকে রোজা রাখ তবে তুমি পাপী হবে। অথবা তুমি যদি ছিনতাইকরা পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায় কর আর তা যদিও ইবাদতের আকৃতিতে হয়ে থাকে তবে তুমি পাপ করলে।

হে প্রিয় বৎস!

তোমার কথা ও কাজ শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেহেতু শরীয়তের অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত ইলম ও আমল বিভ্রান্তিকর। ছুফিবাদের ভণ্ডামী ও ঝুলন্ত চুল দ্বারা তোমার প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। কেননা এ পথে চালিত হওয়া নির্ভর করে জেহাদ, আত্মার কুপ্রবৃত্তি দমন, এবং কসরতের তরবারি মাধ্যমে আত্মার কাম রিপুকে বধ করা। যা ভণ্ডামী ও মূল্যহীন বাজে বস্তুর উপর নির্ভর করে না।

জেনে রাখ! বাধাহীন রসনা এবং আবৃত আচ্ছাদিত অন্তর অলসতায় পরিপূর্ণ থাকে, কুপ্রবৃত্তি দুর্ভাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নফসকে (নিজ আত্মা) বাস্তব সংগ্রাম দ্বারা নিধন করতে না পারবে তৎক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার অন্তরকে (কলব) মারেফাতের জ্যোতি (নূর) দ্বারা প্রাণবন্ত করতে পারবে না।

জেনে রাখ! তুমি যে সকল প্রশ্ন আমাকে করেছো তার থেকে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর লেখনী কিংবা বক্তব্যের দ্বারা দেয়া সঠিক হবে না; যদি না তুমি সেই অবস্থায় পৌঁছে উহা না জানো। এ পন্থা ব্যতীত উহার ইলম অর্জন করা অসম্ভব এবং অসাধ্য ব্যাপার। কেননা উহা স্বাদ-আস্বাদনের মাধ্যমে উপভোগের বিষয়। আর সকল স্বাদ-আস্বাদনের মাধ্যমে উপভোগের বিষয়ের বিবরণ দেয়া শুধু বক্তব্যের দ্বারা সঠিক হবে না। যেমন মিষ্টির মিষ্টতা এং তেতো বস্তুর তিক্ততা। ইহা স্বাদ গ্রহণ ছাড়া বুঝতে পারা যায় না। যেমন বর্ণিত আছে, যৌনকর্মে অক্ষম এক ব্যক্তি তার এক বন্ধুকে পত্র লিখল যে, 'স্ত্রী সম্ভোগের স্বাদ কেমন? তা তুমি আমাকে অবহিত কর।'

উত্তরে তার বন্ধু তাকে লিখল, হে বন্ধু! আমি তোমাকে এতদিন শুধু যৌনকর্মে অক্ষম বলেই ধারণা করতাম। এখন দেখলাম তুমি কেবল যৌনকর্মে অক্ষমই নও নির্বোধও বটে। কেননা এ স্বাদ উপভোগের বিষয়,

তুমি যদি সেখানে পৌঁছতে পার তবেই বুঝতে পারবে। ইহা ছাড়া উহার বিবরণ মৌখিকভাবে ও লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।

হে প্রিয় বৎস!

যার উত্তর দেয়া সম্ভব; এ প্রকারের কিছু মাসআলার উত্তর 'ইহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন' গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি। এখানে উহার কিয়দাংশ উল্লেখ করব এবং উহার প্রতি আমি ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করব। সুতরাং আমরা বলব আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণকারী পথিকের উপর চারটি বিষয় অপরিহার্য। তা হলো–

প্রথম বিষয়– সহীহ আকীদা; যাতে বিদআতের কোনো দখল থাকবে না।

দ্বিতীয় বিষয়– তাওবায়ে নাসূহা তথা আন্তরিক খাঁটি তওবা; যার পর অন্যায়ের দিকে আর ফিরে না যায়।

তৃতীয় বিষয়– প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করা; যাতে তোমার উপর কারো হক অবশিষ্ট না থাকে।

চতুর্থ বিষয়– প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলমে শরিয়ত অর্জন করা; যা দ্বারা আল্লাহর বিধানাবলি আদায় করা যায়।

অতঃপর অপরাপর ইলম যা দ্বারা নাজাত পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে হযরত শিবলী (র.) চারশত উস্তাদের খেদমত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি চার হাজার হাদিস অধ্যয়ন করেছি। অতঃপর তার মধ্য থেকে একটি হাদীসকে যাচাই-.বাছাই করে নির্বাচন করেছি এবং উহার উপর আমল করেছি। বাকিগুলো পরিত্যাগ করেছি। কেননা আমি উহা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, তাতে আমার পরিত্রাণ ও মুক্তি পেয়েছি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইলম উহাতে নথিভূক্ত আছে। উহাকে আমি যথেষ্ট মনে করেছি। আর এটা এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কতক সাহাবী (র.)-কে বলেছেন–

اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها،
واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها

অর্থাৎ, দুনিয়ার জন্য তুমি তোমার অবস্থান পরিমাণ কাজ করে যাও। আখেরাতের জন্য তুমি তোমার চিরস্থায়িত্বের পরিমাণ আমল করে নাও।

আল্লাহর জন্য তাঁর প্রতি তোমার মুখাপেক্ষিতানুযায়ী আমল করে নাও। জাহান্নামের জন্য উহার উপর তোমার সহ্যক্ষমতানুযায়ী আমল করে নাও।

হে প্রিয় বৎস!

যখন তুমি এ হাদিসখানার উপর ইলম অর্জন করবে তখন তোমার বেশি ইলমের প্রয়োজন হবে না।

অন্য আর একটি ঘটনার ব্যাপারে চিন্তা কর! হযরত হাতেম আসাম (র) হযরত শাকীক বলখী (র.)-এর সাথিদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁকে একদিন প্রশ্নাকারে বললেন, হে হাতেম! তুমি তো ত্রিশ বছর যাবৎ আমার সাহচর্যে সাথিত্ব অবলম্বন করেছ, বল তুমি এত বছরে কী অর্জন করতে পেরেছ?

উত্তরে হাতেম (র.) বললেন, আমি ইলমের আটটি উপকারিতা অর্জন করতে পেরেছি। জমা-খরচ হিসেবে এগুলো আমার জন্য যথেষ্ট। কেননা আমি আশা করি উহাতেই আমার পরিত্রাণ ও মুক্তি। হযরত শাকীক (র.) বললেন, সেগুলো কী কী? উত্তরে হাতেম (র.) বললেন–

প্রথম উপকারিতা– আমি সৃষ্টিকুলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, তাদের প্রত্যেকের প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদ রয়েছে, যে তাকে ভালবাসে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ প্রেমিকদের কারো মৃত্যু রোগের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রয়েছে, কারো কবরের গর্তের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর সময় ফুরালে সকলেই ফিরে যাবে, তাকে একাকি রেখে যাবে। তাদের কেহই তার সথে কবরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম এবং মনে মনে বললাম, মানুষের উৎকৃষ্ট বন্ধু হচ্ছে সে যে তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তার সাথি হবে। এ হিসেবে আমি আমলে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়া অন্য কিছুই পাইনি। সুতরাং আমি উহাকে আমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি। যাতে উহা আমার কবরে আমার জন্য প্রদীপে পরিণত হয়। সেখানে আমার সাথি হয় এবং আমাকে একাকি ছেড়ে না যায়।

দ্বিতীয় উপকারিতা– আমি লক্ষ্য করলাম সৃষ্টির সেরা মানুষ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং মনের ইচ্ছা পূরণে উদ্যোগী হয়। সুতরাং আমি চিন্তা-ভাবনা করলাম আলাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী নিয়ে–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্ত হতে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।[১৭]

সুতরাং আমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, নিশ্চয় কুরআন বাস্তব সত্য। আমি আমার নফসের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যোগ নিলাম এবং নফসের সাথে জেহাদ করার প্রতি তৎপর হলাম। এমনকি নফসের প্রবৃত্তির পাথেয় বন্ধ করে দিলাম। অবশেষে আমার নফস আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে রাজি হয়ে গেল এবং তার বশ্যতা মেনে নিল।

তৃতীয় উপকারিতা– আমি লক্ষ্য করলাম প্রতিটি মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু সংগ্রহে চেষ্টা চালাচ্ছে। অতঃপর উহা নিজের হাতের মুঠায় আকড়িয়ে রাখছে। সুতরাং আমি চিন্তা-ভাবনা করলাম মহান আলাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী নিয়ে– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ

অর্থাৎ, তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী।[১৮]

ফলে আমি আমার দুনিয়ায় উৎপন্নদ্রব্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে লাগলাম। সুতরাং উহা মিসকিনদের মাঝে ভাগ করে দিলাম যাতে উহা আমার জন্য আল্লাহর নিকট সঞ্চিত ধনে রূপান্তরিত হয়।

চতুর্থ উপকারিতা– আমি লক্ষ্য করলাম কিছু মানুষ সবসময় তার নিজ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে চিন্তা করছে। কেননা তাদের ধারণা গোত্রাধিক্য ও আপনজনদের আধিক্যের মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদা নিহিত থাকে। মুলতঃ তারা সেগুলো দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। অন্যদিকে অন্যরা ধারণা করছে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও সন্তান সন্ততির আধিক্যের মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। সুতরাং তারা উহা দ্বারা আত্মগর্বে মেতে উঠে।

আবার কিছু মানুষ মনে করে, ইজ্জত সম্মান মানুষের সম্পদ জোরপূর্বক দখল, তাদেরকে অত্যাচার করা ও তাদের খুন করার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা নিহিত।

---

[১৭] সূরা আন নাযিয়াত; আয়াত ৪০-৪১

[১৮] সূরা আন নাহল; আয়াত ৯৬

এক দলে বিশ্বাস করে, সম্পদ নষ্ট করা, সম্পদ অপব্যয় ও অপচয় করার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। এমতাবস্থায় আমি চিন্তা ভাবনা করলাম মহান আলাহর এ বাণী নিয়ে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।[১৯]

ফলে আমি তাকওয়া অবলম্বন করলাম এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, অবশ্যই আল কুরআন বাস্তব সত্য এবং তাদের অনুমান ও ধারণা সবই অবান্তর ও বাতিল।

পঞ্চম উপকারিতা– আমি মানুষকে দেখেছি তারা একে অপরের দুর্নাম রটাচ্ছে এবং একে অপরের গিবত করছে। আমি উহার মূলে তাদেরকে সম্পদে, মর্যাদায় ও ইলমে প্রতিহিংসা দেখতে পেলাম। তখন চিন্তা ভাবনা করলাম মহান আলাহর এ বাণী নিয়ে–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে।[২০]

ফলে আমি অবগত হলাম জীবিকা বন্টন অনন্তকালে (আযাল) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে রয়েছে। সুতরাং আমি কারো সাথে হিংসা করি না। সর্বপরি মহান আল্লাহর বন্টনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে রইলাম।

ষষ্ঠ উপকারিতা– আমি লক্ষ্য করলাম মানুষ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ও স্বার্থের কারণে একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তখন আমি চিন্তা ভাবনা করলাম মহান আলাহর এ বাণী নিয়ে–

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا.

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে রাখ।[২১]

[১৯] সূরা আল হুজুরাত; আয়াত ১৩
[২০] সূরা আয যুখরুফ; আয়াত ৩২
[২১] সূরা আল ফাতির; আয়াত ৬

ফলে আমি বুঝতে পারলাম, শয়তান ছাড়া আর কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা বৈধ নয়।

সপ্তম উপকারিতা– আমি দেখলাম প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য ও জীবিকা অন্বেষণে গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা চালাতে এবং পূর্ণমাত্রায় পরিশ্রম করতে। এমনিভাবে তারা সন্দেহ ও হারামের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে তারা নিজেকে অপমানিত করে এবং মান সম্মানের হানী ঘটায়। সুতরাং আমি চিন্তা ভাবনা করলাম মহান আলাহর এ বাণী নিয়ে–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

অর্থাৎ, এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আলাহর ওপর নহে।[২২] সুতরাং আমি অবগত হলাম আমার রিজিকের দায়িত্ব মহান আলাহর জিম্মায়। তিনিই উহার জিম্মাদারি গ্রহণ করেছেন। ফলে আমি ইবাদতে লেগে গেলাম এবং তিনি ছাড়া অন্যসব থেকে আমার লোভ লালসা বর্জন করলাম।

অষ্টম উপকারিতা– আমি লক্ষ্য করলাম প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো সৃষ্ট বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। কেহ দিনার-দিরহামের ওপর, কেহ ধন-দৌলত ও ক্ষমতার ওপর, কেহ ব্যবসা ও শিল্প কারখানার ওপর, আবার কেহ অনুরূপ কোন মাখলুকের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় আমি চিন্তা-ভাবনা করলাম মহান আলাহর বাণী এ বাণী নিয়ে–

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থাৎ, যে কেহ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সব জিনিসের জন্য স্থির করে রেখেছেন নির্দিষ্টমাত্রা।[২৩]

সুতরাং আমি আলাহর ওপর ভরসা করলাম। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।তিনি কতইনা সুন্দও ব্যবস্থাপক।

হযরত শাকীক (র.) বললেন, তোমাকে তাওফীক দান করুন। আমি তাওরাত, ইনজিল, যবুর ও কুরআনের প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করে

[২২] সূরা হুদ; আয়াত ৬
[২৩] সূরা আত ত্বালাক; আয়াত ৩

দেখেছি, এ আটটি উপকারিতা ঐ কিতাব চারটির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সকল ফায়দার ওপর আমল করবে সে যেন এ চারটি কিতাবের ওপর আমল করল।

হে প্রিয় বৎস!

এ ঘটনাদ্বয় থেকে তুমি অবশ্যই জানতে পেরেছ যে, তোমার অনেক বেশি ইলমের প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আমি তোমাকে ‘হক পথের পথিকের উপর কী ওয়াজিব?’ তা বর্ণনা করব।

তুমি জেনে রাখ হক পথের পথিকের জন্য একজন মুরব্বি, পথ প্রদর্শক ও শায়েখের আবশ্যক। যাতে তিনি তরবিয়াতের মাধ্যমে তার মুরিদ থেকে অসৎচরিত্রগুলো বের করে দিতে পারেন এবং তদস্থলে উত্তম চরিত্রগুলো প্রতিস্থাপন করতে পারেন।

তরবিয়াতের অর্থ হচ্ছে কল্যাণজনক কাজে সামঞ্জস্য বিধান করা; যা শষ্যক্ষেত্রের কন্টককে মুলোৎপাটন করে এবং আগাছাকে দূর করে ফেলে যাতে মূলচারা বা উদ্ভিদ সুন্দর হয় এবং পূর্ণমাত্রায় মুনাফা অর্জিত হয়। একজন হক পথিকের অবশ্যই একজন শায়েখ জরুরী, যিনি তাকে তরবিয়াত দিতে পারেন এবং মহান আল্লাহর পথের দিশা দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর পথের পরিচালিত করতে রাসূল (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। যখন রাসূল (সা.) চলে গেলেন, খলিফাগণ (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আল্লাহর পথে পথপ্রদর্শন করতে লাগলেন। এরপর তাদের দায়িত্বের স্থলাভিষিক্ত ‘শায়েখ’ যিনি মানুষদের ইসলাহ করবেন, তাঁর জন্য শর্ত হলো তাকে রাসূল (সা.)-এর নায়েব হতে হবে; তাকে আলেম হতে হবে। কেননা সকল আলেম খেলাফতের উপযুক্ততা রাখে না।

এক্ষণে তোমার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে আমি শায়েখের কিছু আলামত বর্ণনা করছি; যাতে যে কেহই দাবী করতে না পারে যে, সে একজন মুরশিদ। আমরা বলব, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মুহাব্বত ও মর্যাদার মোহ পরিত্যাগ করে এমন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অনুসরণ করেছেন, যিনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসুল (সা.)-এর পূর্ণ ধারাবাহিক অনুসরণ করেছে। তিনি হবেন নেককার, নফস দমনে স্বল্প আহারী, অল্পভাষী, কম নিদ্রাযাপনকারী। অধিক নামাজ আদায়কারী, দান-সদকাকারী ও

সিয়ামপালনকারী। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শায়েখের অনুসরণের মাধ্যমে সচ্চরিত্রবান হবেন; ধৈর্য্য, সালাত, শোকর, তাওয়াক্কুল, ইয়াকিন, অল্পে তুষ্ট, নফসের প্রশান্তি, বদান্যতা, বিনয়, জ্ঞান, সততা, লজ্জা, ওয়াদা পূরণ, গাম্ভীর্য, শান্ত ও ধীরতার মত স্বভাবের মূর্তিপ্রতীক হবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নূরে নূরান্বিত হবেন, যার কারণে এ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তির ইকতেদা করার উপযুক্ততা আছে। কিন্তু অনুরূপ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব লালবর্ণের গন্ধকের চেয়েও খুব বিরল। আমরা যে শায়েখের কথা উল্লেখ করলাম সেরূপ শায়েখ যে ব্যক্তি লাভ করল সে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান। যার সম্মুখে শায়েখ থাকেন তার উচিৎ তাকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সম্মান করা। প্রকাশ্যে সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, মুরিদ মুর্শিদের সাথে কথা কাটাকাটি করবে না, মাসআলার ক্ষেত্রে তার সাথে যুক্তি পেশ করতে লেগে যাবে না যদিও তাঁর (মুর্শিদের) কোন ত্রুটি সে অবগত হয়। যত্রতত্র তাঁর জায়নামাজ তার সামনে ফেলে রাখবে না, বরং নামাজের সময় বিছিয়ে দিবে আর নামাজ শেষ হলে নির্ধারিত স্থানে উঠিয়ে রাখবে। তাঁর উপস্থিতিতে বেশি নফল নামাজ আদায় করবে না। সাধ্য ও সক্ষমতানুযায়ী শায়েখের নির্দেশ মোতাবেক আমল করবে। আর অপ্রকাশ্যে সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, প্রকাশ্যে তার থেকে যা শুনবে তা গ্রহণ করবে; মনে মনে তা অপছন্দ করবে না। কোনো কথায়ও না, কোনো কাজেও না; যাতে সে মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত না হয়। আর যদি (মুরিদের) এরূপ সম্ভব না হয়, তবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে সামঞ্জস্য করতে না পারা পর্যন্ত তার সাহচর্য ছেড়ে দিবে। অন্তরের আঙ্গিনা হতে মানুষ শয়তান ও জ্বীন শয়তানের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য দুষ্ট সাথির সাথে উঠাবসা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে শয়তানী নোংরামী থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে। সর্ব অবস্থায় ধনাঢ্যতার উপর দারিদ্রতাকে প্রাধান্য দিবে।

অতঃপর আরো জেনে রাখ! নিশ্চয় তাসাউফের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো إستقامة তথা সঠিক পথে স্থিরতা, ও সৃষ্টিকুল হতে মৌনতা। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে তার চারিত্রিক ব্যবহার সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে এবং সৌজন্যমূলক আচারণ করেছে ও মানুষের সাথে ভদ্রতা ও সহিষ্ণুতার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে, সেই হচ্ছে ‘সূফী’।

إِسْتِقَامَةُ তথা সঠিক পথে স্থিরতা হচ্ছে, নিজের অংশকে নিজের জন্যই উৎসর্গ করা। আর حُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ তথা মানুষের সাথে সদাচরণ হচ্ছে, নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানুষকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করা; যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের খেলাফ কোনো কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত না হয়।

অতঃপর তুমি আমার কাছে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় প্রশ্ন করেছ। জেনে রাখ! উহা তিনটি বিষয়ের সমন্বয় সাধিত হয়। তা হলো–

প্রথমত : শরিয়তের আদেশের প্রতি যত্নবান হওয়া।

দ্বিতীয়ত : মহান আল্লাহ তায়ালার বণ্টন, তাকদীর ও বিচার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

তৃতীয়ত : মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনায় স্বীয় আত্মার পরিতুষ্টি বর্জন করা।

তুমি তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছে। তা হচ্ছে, যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন সে সম্পর্কে তোমার ইতেকাদকে মজবুত ও বলিষ্ঠ করবে। অর্থাৎ তোমার জন্য যেভাবে নির্ধারণ করা আছে সেভাবে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করবে, তবেই তোমার কাছে সন্দেহাতীতভাবে যথাযথ ইতিকাদ পৌঁছে যাবে। যদিও বিশ্বের সকলে তোমার থেকে পূর্ণাঙ্গ ইতেকাদ চলে যাক–এ মর্মে চেষ্টা চালায়; তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যা তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয় নাই তা কোনদিন তোমার কাছে পৌঁছবে না যদিও বিশ্বের সকলে তা পাইয়ে দিতে তোমাকে সহযোগিতা করে।

তুমি ইখলাস সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছ। আর তা (ইখলাস) হচ্ছে, তোমার সকল আমল একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে। মানুষের প্রশংসায় তোমার অন্তর যেন প্রফুল্ল না হয় এবং তাদের দোষারোপের প্রতি কোনো তোয়াক্কা করবে না।

আর জেনে রাখ! রিয়ার জন্ম হয় মানুষের সম্মান প্রদর্শন হতে। উহার চিকিৎসা হলো, তুমি মনে করবে তারা তোমার অযোগ্যতার কারণে তোমাকে ঠাট্টা করছে। আর তুমি তাদেরকে সুখ-দুঃখ পৌঁছাতে অক্ষম জড়পদার্থ হিসেবে ধারণা করবে; যাতে তাদেরকে তোমার আত্মপ্রদর্শন হতে তুমি রেহাই পাবে। আর যতক্ষণ তাদেরকে তুমি শক্তিশালী ও

ইচ্ছাপোষণকারী হিসেবে ধারণা করবে ততক্ষণ তুমি রিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে না।

হে প্রিয় বৎস!

তোমার অবশিষ্ট মাসআলার (প্রশ্নগুলোর) কিছু অংশ আমার রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে লিখিত আছে। তুমি সেখানে খুঁজতে পার। উহার আংশিক লেখা অবৈধ। তুমি যা জানো সে মোতাবেক আমল করতে থাক। তাতে যা তোমার জানা নেই তাও তোমার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যা জানে তার ওপর আমল করতে থাকলে, আল্লাহ তাকে সেই ইলমের উত্তরাধিকারী করে দেন যা সে জানে না।[২৪]

হে প্রিয় বৎস!

আজকের পর তোমার কাছে যা জটিল মনে হবে তা অন্তরের ভাষা ছাড়া অন্যকোনোভাবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে না। মহান আল্লাহ বলেন– وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.

অর্থাৎ, তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো।[২৫]

হযরত খিজির (আ.)-এর উপদেশ মেনে নাও। তখন তিনি বললেন–

فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

অর্থাৎ, তবে কোন বিষয় আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বর্ণনা করি।[২৬] তাড়াহুড়া করো না তুমি যথাযথভাবে উপনিত হবে অথবা তোমার জন্য উম্মুক্ত করা হবে এবং তুমি উহা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন–

سَأُوْرِيْكُمْ آيَاتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ

অর্থাৎ, অচিরেই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বল না।[২৭]

---

[২৪]

[২৫] সূরা আল হুজুরাত; আয়াত ৫

[২৬] সূরা আল কাহফ; আয়াত ৭০

[২৭] সূরা আল আম্বিয়া; আয়াত ৩৭

সূতরাং সময় আসার পূর্বে আমার কাছে প্রশ্ন করো না। দৃঢ়ভাবে ইয়াকীন রাখ, নিশ্চয়ই তুমি ভ্রমণ ব্যতীত যথাযথ স্থানে পৌঁছতে পারবে না। মহান আলাহ্‌র বাণী– أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا

অর্থাৎ, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? যদি করতো তবে দেখতে পেত।[২৮]

হে প্রিয় বৎস!

আল্লাহর কসম! যদি তুমি ভ্রমণ করতে তবে প্রত্যেক স্থানে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখতে পেতে। তোমার আত্মাকে নিয়োজিত কর। কারণ এ বিষয় মুল প্রতিপাদ্য ব্যাপার হচ্ছে আত্মাকে নিয়োজিত করা। যেমন– যুননূন মিসরী (র.) তাঁর কোনো এক ছাত্রকে বলেন, তুমি যদি তোমার আত্মাকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হও তবে এসো, আর তা না হলে সুফীবাদের মুল্যহীন বস্তুতে অনর্থক মেতে উঠো না।

হে প্রিয় বৎস!

আমি তোমাকে আটটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি– এগুলো তুমি আমার থেকে এ জন্য গ্রহণ করবে যাতে কিয়ামতে দিবসে ইলম তোমার প্রতিপক্ষ হতে না পারে। উহা হতে চারটির ওপর তুমি আমল করবে আর চারটি বর্জন করবে। যেগুলো তুমি বর্জন করবে সেগুলো হলো–

প্রথমটি– কোনো মাসআলার ব্যাপারে কারো সাথে যতদূর সম্ভব বিতর্কে অবতীর্ণ হবে না। কারণ তাতে বহুবিধ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। উহার উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিকটা অনেক বড়; যেহেতু উহা সকল নিন্দনীয় চরিত্রের উৎস। যেমন– রিয়া, হিংসা, অহংকার, বিদ্বেষ, শত্রুতা, গর্ব ইত্যাদি।

তবে হ্যাঁ যদি কোনো মাসআলা ব্যাপারে তোমার ও অন্য কোন ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক সংঘটিত হয়। আর তাতে যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে সত্য প্রকাশ করা এবং মাসআলাটি হারিয়ে যেতে না দেয়া তবে এক্ষেত্রে বিতর্ক জায়েজ আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের দুটো আলামত আছে। একটি হলো– তোমার কথায় অথবা তোমার প্রতিপক্ষের

[২৮] সূরা আর রূম; আয়াত ৯

কথায় যেন সত্য উম্মোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে। আর দ্বিতীয়টি হল– বিতর্কটি জনসমাবেশে হওয়ার চেয়ে নির্জন স্থানে হওয়া তোমার নিকট বেশি পছন্দনীয় হতে হবে।

শোন! আমি এখানে তোমার এ ব্যাপারে কিছু কথা উল্লেখ করব। জেনে রাখ, চিকিৎসকের কাছে জটিল বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা 'অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ' হিসেবে উপস্থাপনের নামান্তর, আর উত্তর দেয়া তার জন্য রোগ সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর নামান্তর।

জেনে রাখ! জাহেলদের অন্তরগুলো রোগাগ্রস্থ আর ওলামায়ে কেরাম হচ্ছে চিকিৎসক।

স্বল্প শিক্ষিত আলেম সুন্দরভাবে চিকিৎসা করতে পারেন না। আর পূর্ণ শিক্ষিত আলেম আবার সকল রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না। বরং চিকিৎসা দিতে পারেন ঐ সকল রোগীকে যে রোগি চিকিৎসা গ্রহণ করতে ও নিজকে সংশোধন করতে চায়। কিন্তু রোগ যখন দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্রতর হয়, তখন তা চিকিৎসা গ্রহণ করে না। বিচক্ষণ চিকিৎসক উহার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, এ এমন রোগ যা চিকিৎসা গ্রহণ করে না। সুতরাং উহার চিকিৎসা ও প্রতিকারে ব্যস্ত থেকো না। কেননা তাতে আয়ু বিনষ্ট করা হয়।

অতঃপর জেনে রাখ! নিশ্চয় মূর্খ রোগ চার প্রকারে বিভক্ত। উহাদের এক প্রকার চিকিৎসা কবুল করে আর বাকী তিনটি কবুল করে না। যেগুলো চিকিৎসা কবুল করে না। তা হলো–

এক. যার প্রশ্ন ও প্রত্যাখ্যান হিংসা ও শত্রুতাবশতঃ হয়ে থাকে। সুতরাং যখনই অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট উত্তর দিবে, তাতে তার শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসাই বৃদ্ধি পাবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার পন্থাগুলো তুমি তার উত্তর দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। যেমন বলা হয়–

كل العداوة قد ترجى أزالتها ** إلا عداوة من عاداك عن حسد

অর্থাৎ, সমস্ত দুশমনী বিদূরিত করার আশা পোষণ করা যায়। কিন্তু যে দুশমনী প্রতিহিংসাপরায়নভাবে করা হয়, তা দূরীভূত হওয়ার আশা দুরূহ ব্যাপার।

সুতরাং তোমার উচিৎ উহা পরিহার করা এবং ঐ রোগের রোগীসহ পরিত্যাগ করা। মহান আলাহ্‌ তায়ালা বলেন–

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, অতএব যে তোমার স্মরণে বিমুখ থাকে তুমি তাকে উপেক্ষা করে চলো। সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।[২৯]

অধিক হিংসাকারী তার সকল কথা ও কর্মে দ্বারা তার জ্ঞানের ফলকে জ্বালিয়ে দেয়।

الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب.

অর্থাৎ, হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ভক্ষণ করে ফেলে যেমন আগুন কাঠ ভস্মিভূত করে ফেলে।

দুই. তার ব্যাধি মুলতঃ বোকামী। ইহাও চিকিৎসা কবুল করে না। যেমন হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, মৃত্যু ব্যক্তিদের জীবিত করতে আমি অপরাগ নাই। কিন্তু আহমাককে চিকিৎসা দিতে আমি অপরাগ। আর এটা হচ্ছে মানুষ অল্প সময় ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকে তাতে সে বিবেক ও শরিয়তের জ্ঞান সমুদ্র থেকে স্বল্প পরিমাণই শিক্ষা করতে পারে। সুতরাং সে তার বোকামীবশতঃ বিখ্যাত আলেমের নিকট প্রশ্ন করে ও তার যথাযথ উত্তর প্রত্যাখ্যান করে। অথচ তিনি এমন আলেম যিনি তাঁর জীবনকে ইলমে আকলি ও ইলমে শারয়ী অর্জনে অতিবাহিত করেছেন। অথচ এ নির্বোধ কিছু বুঝে না এবং সে চিন্তা করতে থাকে যে তার কাছে যা জটিল উহা বড় আলেমের কাছেও জটিল। যখন সে আলেমের এ মর্যাদা দিতে জানে না তখন তার প্রশ্ন বোকামী ধরনের হয়। সুতরাং তখন জ্ঞানীর উচিত তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্ত না হওয়া।

তিন. সে হবে হকপথের সন্ধানপ্রার্থী। পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্যের যে অংশ বুঝে আসবে না তা তার বুঝের স্বল্পতার ওপর চাপানো হবে। তার জিজ্ঞাসা হবে জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি হওয়ার কারণে বাস্তবতা উপলব্দি করতে পারবে না। সুতরাং তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়ার ব্যাপারে ব্যস্ততা না থাকা চাই। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছন–

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ.

অর্থাৎ, আমরা হলাম আম্বিয়া সম্প্রদায়। আমরা মানুষের সাথে তাদের আকল অনুযায়ী কথা বলি।

[২৯] সূরা আন নাজম; আয়াত ২৯

আর যে রোগ চিকিৎসা কবুল করে তা হলো- সে সম্পদ, মর্যাদা, প্রবৃত্তির মোহ, ক্রোধ ও হিংসা ইত্যাদির কাছে পরাজিত না হয়ে আকলমান ও বুঝমান অবস্থায় হকপথের সন্ধানপ্রার্থী হয়। আর সে সিরাতে মুস্তাকিমের অন্বেষণকারী হয়। তার জিজ্ঞাসা ও আপত্তিতে হিংসা, একগুয়েমি ও পরীক্ষার লেশমাত্র থাকবে না। আর উহা চিকিৎসা কবুল করে। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্ত থাকা কেবল জায়েযই নয়; বরং উত্তর দেয়া তোমার ওপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয়টি– যা তুমি বর্জন করবে; তুমি উপদেশদাতা ও ওয়ায়েজ হওয়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবে ও বিরত থাকবে। কেননা উহার বিপদ অনেক। তবে প্রথমত তুমি যা বলবে তদানুযায়ী আমল করবে। অতঃপর উহা দ্বারা মানুষকে ওয়াজ করবে। চিন্তা করে দেখ উহা সম্পর্কে যা হযরত ঈসা (আ.) কে বলা হয়েছে–

يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح من ربك

অর্থাৎ, হে মারইয়ামের পুত্র! নিজের জন্য ওয়াজ কর। যদি তোমার নফসে ওয়াজ গ্রহণ করে তবেই মানুষকে ওয়াজ কর। আর তা না হলে তোমার রব থেকে লজ্জা পাও।

যদি এ আমলের মাধ্যমে তুমি পরীক্ষিত হয়ে যাও, তবে দুটো খাসলাতের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। তা হলো–

এক. বর্ণনা, ইঙ্গিত, ভয়ানক বিপদ, পদ্যরচনা ও কবিতার মাধ্যমে কৃত্রিম বক্তব্য দেয়া হতে সাবধান থাকবে। কেননা আল্লাহ কৃত্রিম বক্তব্য প্রদানকারীদের ঘৃণা করেন। আর সীমালঙ্ঘনকারী কৃত্রিম বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তি অন্তরের বিভ্রান্তি ও অসতর্ক হৃদয়ের প্রমাণ বহন করে। আর উপদেশের অর্থ বান্দা আখেরাতের আগুনের কথা উল্লেখ করবে। সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা বর্ণনায় নিজেকে অক্ষম মনে করবে। অতীত জীবন যা সে অনর্থক বিনষ্ট করেছে তা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে, মৃত্যুকালীন সময় ঈমান ঠিক না থাকার কারণে ভবিষ্যতে যে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে। মালাকুল মাওতের রূহ কবয করার সময় তার অবস্থা কেমন হবে? সে কি পারবে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে? কিয়ামতের তার অবস্থা এবং উহার ধ্বংসাত্মক সম্পর্কে

গুরুত্বারোপ করে সে কি পারবে নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করতে না হাবিয়া জাহান্নামে পড়ে যাবে?

এ সকল বিষয়ের কথা তার অন্তরে স্মরণ হতে থাকবে। ফলে উহা তাকে তার অবস্থানে অস্থির করে তুলবে। এমনকি উহার আগুনে টগবগ করে ফোটতে থাকবে। এ সকল বিপদাপদের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেয়ার নাম উপদেশ। এ সকল বিষয় সম্পর্কে সৃষ্টিকুলকে অবহিত করা এবং তাদের জানানো, তাদের ব্যর্থতা ও শৈথিল্যতা সম্পর্কে সাবধান করা, তাদের নিজেদের দোষসমূহ দেখিয়ে দেয়া যে সকল দোষের কারণে জাহান্নামের উত্তপ্ততা তাদেরকে স্পর্শ কওে এবং বিগত দিনগুলোতে আল্লাহর আনুগত্য না করার কারণে তাদের আফসোস এবং সাধ্য মোতাবেক অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণের অনুভূতির জন্য এ সকল বিপদাপদ তাদেরকে অস্থির করে ফেলে।

এ পদ্ধতি সমুদয়ের নাম ওয়াজ। যেমন তুমি যদি লক্ষ্য করে দেখ যে, বন্যায় কারো ঘরে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে আর ঘরের বাসিন্দাগণ তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তখন তুমি বলবে, সাবধান! সাবধান! বন্যা হতে পালাও!! এ ভয়াল অবস্থায় ঘরের মালিককে তোমার ভীতিকর সংবাদটি কৃত্রিমতাপূর্ণ বর্ণণা, ঠাট্টা-তামাশা ও সংকেতের মাধ্যমে প্রদান করতে কি তোমার মন চাবে? না। অবশ্যই এমনটা চাবে না। (বরং স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাবে) এরূপই উপদেশদাতার অবস্থা। সুতরাং তার উচিৎ এটা (কৃত্রিমতা) পরিহার করা।

দুই. ওয়াজে তোমার প্রবণতা এমন হওয়া না চাই যাতে তোমার ওয়াজের মজলিশ থেকে জনগণ চলে যায়, তারা আবেগ প্রকাশ করে, উত্তেজিত হয়ে কাপড় ছিড়ে ফেলে বলতে থাকে কতইনা ভালো মজলিস এটা! কেননা এগুলোর সবই দুনিয়ার আকর্ষণ, যা অলসতার জন্ম দেয়। বরং তোমার সংকল্প এবং তোমার প্রবণতা এমন হওয়া চাই যেন ওয়াজের মাধ্যমে তুমি মানুষকে দুনিয়া থেকে আখেরাতের প্রতি, নাফরমানি থেকে আনুগত্যের প্রতি, লোভ-লালসা থেকে ত্যাগের প্রতি, কৃপণতা থেকে উদারতার প্রতি, প্রতারণা থেকে তাকওয়ার প্রতি আহ্বান জানাবে। তাদের কাছে আখেরাতকে প্রিয় করে তুলবে, দুনিয়াকে তাদের কাছে অপ্রিয় করে দেবে, তাদেরকে ইবাদতের ও সংসার বিমুখতার ইলম শিক্ষা দিবে।

কেননা শরিয়তের কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হওয়া, আল্লাহ যাতে অসন্তুষ্ট তাতে প্রচেষ্টা চালানো, খারাপ চরিত্রে লিপ্ত থাকা মানুষের স্বভাবে প্রাধান্য প্রবণ হয়ে আছে। সুতরাং তুমি তাদের অন্তরে আতঙ্ক ঢেলে দাও। তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে সাবধান কর ঐ সকল বিপদাপদ থেকে যার সম্মুখিন তারা হতে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ এ প্রক্রিয়ায় তাদের সুপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তন হবে। তাদের বাহ্যিক আচরণ বদলে যাবে, লোভ-লালসা দূরীভূত হবে, তারা নাফরমানী থেকে ফিরে আনুগত্যের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। এটাই ওয়াজ নসীহতের পদ্ধতি। আর সকল ওয়াজ অনুরূপ হবে না; তা যে বলে আর যে শ্রবণ করে উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। বরং বলা হয় ইহা এক প্রকার মাতলামী ও শয়তানী, যা মানুষকে রাস্তা হতে সরিয়ে দেয় এবং তাদের সর্বনাশ করে। মানুষের উচিত তার থেকে ফিরে আসা। কেননা এ বক্তা তাদের দ্বীনি কোনো উপকার করতে পারে না এবং শয়তানকে পরাভূত করতে সক্ষম হয় না। যার শক্তি ও ক্ষমতা আছে তার উচিত এ ধরনের বক্তাকে বক্তৃতার মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়া এবং সে যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, তা থেকে তাকে বিরত রাখা। কেননা এ সমুদয় হচ্ছে সৎকাজের আদেশ করা আর অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা অর্থাৎ আমর বিল মারুফ আর নাহি আনিল মুনকার।

তৃতীয়টি– যা তুমি বর্জন করবে; অবশ্যই তুমি রাজা-বাদশাদের সাথে মিশে যাবে না এবং তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবে না। কেননা তাদের প্রত্যক্ষ করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাদের সাথে মেলামেশা করা বড় বিপদের কারণ। তোমাকে যদি ইহার মাধ্যমে ভোগানো হয় বা পরীক্ষায় ফেলানো হয় তবে তাদের প্রশংসা ও গুণগান ছেড়ে দাও। কেননা যখন ফাসেক ও জালেমের প্রশংসা করা হয় তখন মহান আলাহ রাগান্বিত হন। যে ব্যক্ত তাদের দীর্ঘস্থায়িত্বের দোয়া করে সে যেন জমিনে আল্লাহর নাফরমানি হওয়াকে পছন্দ করল।

চতুর্থটি– যা তুমি বর্জন করবে; রাজা-বাদশাদের হাদিয়া হালাল জানা সত্ত্বেও গ্রহণ করবে না। কারণ তাদের লোভ দ্বীনকে বিনষ্ট করে। আর উহা হতেই সংঘটিত হয় তোষামোদি, তাদের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান এবং তাদের অত্যাচারে সম্মতি দেয়া। এর সবগুলো দ্বীনের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির

কারণ। সর্বনিম্ন ক্ষতিকর দিক হলো যখন তুমি তাদের দান গ্রহণ করবে তখন তাদের দুনিয়া দ্বারা তুমি লাভবান হবে। যার কারণে তুমি তাদের ভালবাসবে। যদি কেউ কাউকে ভালোবাসে তবে আবশ্যকভাবে তার দীর্ঘায়ূ ও স্থায়িত্ব পছন্দ করে। আর জালেমের স্থায়িত্বের পছন্দের মধ্যে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম করার কামনা নিহিত আছে এবং আরো কামনা নিহিত আছে পৃথিবী ধ্বংসের। সুতরাং এর চেয়ে দ্বীনের অধিক ক্ষতিকর পরিণতি কী থাকতে পারে?

নিজেকে রক্ষা কর শয়তানের বিভ্রান্তকর কুপরামর্শ থেকে অথবা কিছু লোকের তোমার সম্পর্কে মন্তব্যের দ্বারা তোমাকে ধোঁকায় ফেলা থেকে। মানুষের মন্তব্য হলো, উত্তম হচ্ছে তাদের (রাজা-বাদশাগণ) থেকে তুমি দিনার ও দিরহাম গ্রহণ করে তা গরীব মিসকিনদের মাঝে ভাগ করে দিবে। তারা তো তাদের সম্পদ পাপাচারে ও নাফরমানীতে ব্যয় করে। আর দুর্বল মানুষের উদ্দেশ্যে ব্যয় কর, যা তাদের খরচের চেয়ে উত্তম। চিরঅভিশপ্ত শয়তান এ ধরনের কুমন্ত্রণা দ্বারা অনেক মানুষের গর্দান মেরেছে। ইহা আমরা 'ইহইয়ায়িল উলুম' কিতাবে উল্লেখ করেছি। তুমি সেখানে দেখে নাও।

আর যে চারটি বিষয় তোমার সম্পাদন করা উচিত তা হচ্ছে–

প্রথমটি– তুমি মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ অব্যাহত রাখ, যেমন আচরণ তোমার সাথে যদি তোমার কোন গোলাম করে তবে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তার প্রতি তোমার আন্তরিক ঝোঁক সংকোচিত হবে না। তার ওপর রাগ করবে না। তুমি তোমার রূপক গোলাম থেকে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে না তা মহান আল্লাহ তায়ালাও পছন্দ করবে না। কেননা তিনি হলেন প্রকৃত পালনকর্তা ও মালিক।

দ্বিতীয়টি– যখনই মানুষ সম্পর্কে অবগত হবে তখন তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে যেমন আচরণ তুমি তাদের থেকে কামনা কর। কেননা কোনো বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য সকল মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে।

তৃতীয়টি– যখন তুমি ইলম অর্জন করার জন্য অধ্যয়ন করবে তখন তোমার ইলম যেন তোমার অন্তর সংশোধন করে দেয়। তোমার আত্মাকে যেন পবিত্র করে। যেমন যদি তুমি জানতে পারো যে, তোমার আয়ু এক

সপ্তাহের বেশি বাকী নেই। তবে একথা খুবই জরুরী যে, তুমি এ অল্প সময়ের মধ্যে ইলমে ফিকহ, আখলাক, উসুল ও কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি জাতীয় জ্ঞানার্জনে লিপ্ত হবে না। কেননা অবশ্য তুমি জান এ সকল জ্ঞান তোমার কোনো কাজে আসবে না। বরং তুমি মশগুল থাকবে অন্তরের নজরদারিতে, নফসকে অনুধাবন করতে ও দুনিয়ার সম্পর্ক পরিহার করতে। আর নিন্দনীয় গুণাবলি থেকে নিজের আত্মাকে পবিত্র রাখবে এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মহব্বতে ব্যস্ত থাকবে, উত্তম গুণাবলি দ্বারা নিজেকে গুণান্তি করবে। কেননা কোনো মানুষের কাছে দিন-রাত অতিক্রম করে না যে দিনে বা রাতে তার মৃত্যু হয়ে যাওয়া অসম্ভব।

হে প্রিয় বৎস!

আমার কাছ থেকে আর একটি কথা শোন আর নিস্কৃতি পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাক। ধরে নাও, তোমার কাছে যদি এ মর্মে কোনো সংবাদ আসে যে, মহামান্য বাদশা এক সপ্তাহ পর তোমার কাছে দেখা করতে আসবেন। তখন তুমি ঐ সময়টিতে চরম ব্যস্ত হয়ে পড়বে সেসব বিষয় সংস্কারের কাজে যেসবের উপর বাদশার দৃষ্টি পড়বে যেমন তোমার পোশাক, শরীর, ঘর-দরজা, বিছানাপত্র ইত্যাদি।

এখন আমি যে বিষয়ের প্রতি তোমাকে ইংগিত করেছি সে বিষয়ে তুমি চিন্তা ভাবনা কর। যেহেতু তুমি তো একজন বুঝদার ব্যক্তি। তোমার জন্য একটি কথাই যথেষ্ট। শোন! রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেননি?

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারার দিকে তাকাবেন না। তোমাদের আমলের দিকেও না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং নিয়তের দিকে তাকাবেন।[30]

আর যদি তুমি অন্তরের অবস্থাদির ইলম জানার কামনা কর, তবে আমার রচিত 'ইহইয়াউল উলূম' গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থগুলোর প্রতি মনোনিবেশ কর। এ প্রকার ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। এ ছাড়া বাকী ইলম পরিমাণ মতো অর্জন করা ফরজে কেফায়া। যা দ্বারা মহান

---

[30] সহীহ মুসলিম।

আল্লাহর ফরজসমূহ আদায় করা যায়। ততটুকু অর্জনে আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দান করুন।

চতুর্থটি– এক বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এর অধিক পরিমাণ সম্পদ দুনিয়ায় তুমি জমা করবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) তার কতক স্ত্রীদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য নূন্যতম পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা কর।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ প্রস্তুতি সকল স্ত্রীর জন্য নিতেন না। বরং এ প্রস্তুতি কেবল তাঁদের জন্যই নিতেন যাদের ব্যাপারে তিনি জানতেন যে তার অন্তরে দুর্বলতা আছে। পক্ষান্তরে তাঁর (সা.) যেসব স্ত্রীর পূর্ণমাত্রায় ইয়াকীন আছে তাঁদের জন্য তিনি একদিন বা অর্ধদিনের বেশি যায় এ খাদ্যের প্রস্তুতি নিতেন না।

হে প্রিয় বৎস!

আমি এখানে তোমার শুধুমাত্র চাহিদাগুলো লিপিবদ্ধ করছি। সুতরাং তোমার উচিৎ উহার ওপর আমল করা। তোমার নেক দোয়ার মধ্যে আমার স্মরণ তোমার ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না। যে দোয়া তুমি আমার কাছে কামনা করেছ, তুমি উহা সহীহ দোয়াসমূহে অন্বেষণ কর। এ দোয়া তুমি তোমার উপযুক্ত সময়গুলোতে পাঠ করবে। বিশেষকরে তোমার সালাত আদায়ের পর পর।

হে আলাহ আমি আপনার নিকট চাই পরিপূর্ণ নেয়ামতের, স্থায়ী পাপ মুক্তির, ব্যাপক রহমতের, সুস্থ্যতা অর্জনের, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের, সুখী শান্তিময় আয়ুর, পূর্ণাঙ্গতম অনুগ্রহের, অধিকতর ব্যাপক পুরস্কারের, সুন্দর করুণার, নিকটতম অনুগ্রহের।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পক্ষ হয়ে যাও আমাদের বিপক্ষ হয়োনা। হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি সৌভাগ্যের সাথে সম্পন্ন করুন, আমাদের নেককামনা বৃদ্ধি করে বাস্তাবয়িত করুন, সকাল সন্ধ্যায় অনুগ্রহের সাথে আমাদের সাথি থাকুন, আপনার রহমতের ছায়াতলে

[31] সহীহ মুসলিম।

আমাদের আশ্রয় দিন, আমাদের অপরাধের ওপর আপনার ক্ষমার অবিরাম বর্ষণ ঢেলে দিন, আমাদের দোষ সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের ওপর দয়া করুন, তাকওয়াকে জীবনের পাথেয় বানিয়ে দিন, আপনার দ্বীনের জন্য আমাদের ইজতেহাদকে স্থির করে দিন। আপনার উপর আমাদের আস্থা-ভরসা ও নির্ভরশীলতা আছে।

হে আল্লাহ! সরল ও সঠিক পথের ওপর আমাদেরকে অটল রাখুন। কিয়ামতের দিবসে লজ্জার কারণ থেকে দুনিয়াতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমাদের থেকে পাপের বোঝা হালকা করুন। নেককারদের জিন্দেগী আমাদেরকে দান করুন। দুষ্ট লোকদের অনিষ্ট আমাদের থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে উহা থেকে রক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা দান করুন। জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের ভাইবোনদেরকে আপনার দয়ায় মুক্তি দিন। হে পরাক্রমশালী সত্ত্বা। হে মহাজ্ঞানী! হে মহাপ্রতাপশালী হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! আপনার রহমতের উসিলায় আমাদেরকে মুক্তি দিন। হে সকল দয়াবানের মহাদয়াবান, হে সকল প্রথমের প্রথম! হে সকল সমাপ্তির সমাপ্তি! হে মহান শক্তিধর! হে মিসকিনদের দয়াকারী! আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আর আমি জালেমদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে গেছি।

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

আলাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ (স), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের সকলের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আলাহর জন্য সকল প্রশংসা উৎসর্গিত।